দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রায় ৩ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ স্থগিত

॥ নাজমুল হাসান ॥

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৭ সালের প্রায় ৩ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী এখনও তাহাদের ফলাফল জানিতে পারে নাই।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ সকল পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখিয়াছেন।

পরীক্ষার পূর্বক্ষণে নকলের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র পরিবর্তনের অভিযোগ বা উত্তর পত্রে রোল নম্বর ও রেজিষ্ট্রেশন নম্বর বেঠিক থাকার মত কারণ ছাড়াও এবার কেবল বোর্ডে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর না পৌঁছানোর কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল স্থগিত রাখা হইয়াছে।

শুধু নম্বর না পাওয়ার কারণে মোট কতজন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখা হইয়াছে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান জানাইতে পারেন নাই। কিন্তু ঢাকা নগরীতে ফলাফল

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ফলাফল প্রকাশ স্থগিত

(১ম পৃঃ পর)

স্থগিত রহিয়াছে, এমন পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, তাহাদের কোন না কোন বিষয়ের নম্বর না পাওয়ার কারণে ফলাফল স্থগিত রাখা হইয়াছে। এ সকল পরীক্ষার্থীর অনেকে অন্যান্য বিষয়ে ভাল নম্বর পাইয়াছে। কিন্তু কোন একটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর খুঁজিয়া না পাওয়ায় তাহাদের ফল প্রকাশ করা হয় নাই। এ সকল পরীক্ষার্থী ও তাহাদের অভিভাবকরা স্বভাবতঃই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়াও শুরু হইয়া গিয়াছে। উৎকণ্ঠিত পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ফল জানার জন্য স্কুলগুলিকে তাগিদ দিতেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বোর্ডে ধরনা দিতেছেন। 'প্রধান পরীক্ষকের নিকট নম্বরের জন্য চিঠি লেখা হইয়াছে, নম্বর পাওয়া গেলেই ফল প্রকাশ করা হইবে'—কেবল এই অনিশ্চিত জবাব ছাড়া বোর্ড কর্তৃপক্ষও প্রধান শিক্ষকদের কোন আশ্বাস বাণী শুনাইতে পারিতেছেন না।

নগরীর বাংলাদেশ ব্যাংক হাইস্কুলের ১৪ জন পরীক্ষার্থীর ইসলাম ধর্মের নম্বর পাওয়া যায় নাই। মাদারটেক আবদুল আজীজ হাইস্কুলের ২৩ জন পরীক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর পাওয়া যায় নাই। তন্মধ্যে ১৫ জনের ইংরেজী প্রথম পত্রের নম্বর পাওয়া যায় নাই। ৯ জন পরীক্ষার্থীর ভূগোলের নম্বর পাওয়া যায় নাই। ৩ জন পরীক্ষার্থীর ইতিহাস এবং ২ জন পরীক্ষার্থীর হিন্দু ধর্মের নম্বর পাওয়া যায় নাই। কমলাপুর হাইস্কুলের ৭ জন পরীক্ষার্থীর ইংরেজী ২য় পত্রের নম্বর পাওয়া যায় নাই।

কেবল ঢাকা নগরীতেই স্থগিত রহিয়াছে ৮৯ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল। এ সকল পরীক্ষার্থীর কোন অপরাধ নাই। তাহাদের কোন না কোন বিষয়ের নম্বর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কেবল এই কারণেই তাহারা এখন পর্যন্ত ফল জানিতে পারে নাই। অচিরেই এ সমস্যার সমাধান না হইলে এই পরীক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে।

মফস্বলের কোন কোন কেন্দ্রের শত শত পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখার ঘটনাও এবার ঘটিয়াছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কারণ ভিন্ন। পরীক্ষার পূর্বক্ষণে কেন্দ্র পরিবর্তন বা অন্য কোন অভিযোগে তাহাদের ফল প্রকাশ করা হয় নাই।

ভালুকা কেন্দ্রের ২৯৪ জন পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত রাখা হইয়াছে। ত্রিশালের দরিরামপুর কেন্দ্রের ২ শত ৮৪ জন পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করা হয় নাই। গফরগাঁও কেন্দ্রে স্থগিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ শত ৮৪। ভাঙ্গা কেন্দ্রের ১ শত ১৮ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রহিয়াছে।